بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

এরা আমাদেরকে মুসলমান বলুক বা অমুসলিম বলুক আর যে নামই রাখুক না কেন, আমরা খোদা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক প্রকৃত মুসলমান, আর মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া থেকে কেউ আমাদের বিরত রাখতে পারবে না।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ৮ই এপ্রিল ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন যে, আমাদের অবিরত আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের আমল বা কর্ম এবং সিদ্ধান্ত কুরআন ও হাদীস সম্মত কিনা। অনুরূপভাবে মানুষ যে সকল বিষয় নিয়ে ভাবে বা প্রণিধান করে সেগুলোর ব্যাখ্যা যদি কুরআন এবং হাদীসে না পাওয়া যায় তাহলে এমন কাজ কিভাবে সমাধা করা যায়। এর রীতি হলো, উম্মতের মাঝে যেসব উলামা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের উক্তি এবং তাদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মাসলা মাসায়েল সমূহের সিদ্ধান্ত আমাদের কিভাবে করা উচিত আর এ সম্পর্কে কোত্থেকে দিক নির্দেশনা নেওয়া উচিত? তিনি বলেন, আমাদের রীতি হলো সর্বপ্রথম কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কুরআনে যদি কোন কথা না পাওয়া যায় তাহলে হাদীসে তা সন্ধান করা। আর সেই কথা যদি হাদীসেও খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে উম্মতের ব্যাখ্যা এবং উম্মতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে সেই গুলোর আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কথাও বলেছেন যে, সুন্নত হাদীসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে সমস্ত বিষয় সুন্নতে বিদ্যমান সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এরপর হলো হাদীসের স্থান। সুন্নত তা-ই যা মহানবী (সা.) করে দেখিয়েছেন আর সাহাবারা তা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। এরপর সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনরা তা শিখেছেন আর এভাবে এটি উম্মতে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করছেন যে, আমাদেরকে আমাদের জীবনের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের সেই কাজই করা উচিত যার অনুমতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের দেন। অনেক সময় অনেকের মাথায় নেকী বা পুণ্য ভর করে বসে আর এতে তারা এতটাই অগ্রসর হয়ে যায় বা সীমা লঙ্ঘন করে যে, তারা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে থাকে, নিজেদের প্রাণকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে। আর এমনও কিছু মানুষ আছে বরং অধিকাংশ মানুষ এমন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখে আর যেভাবে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত সেভাবে মনোযোগ দেয় না, অধিকাংশ মানুষই এমন। তো এই উভয় শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনে পিছিয়ে থাকে। এছাড়া পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদেরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি এক মহিলার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন যে অবৈধভাবে পুণ্যের নামে একটি কাজ করার অভিপ্রায় রাখত যা সত্যিকার অর্থে পুণ্য নয় কেননা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর অনুমতি দেননি। আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করব তাতে সেসব লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে যারা অনেক সময় নিজেদের স্বপ্নকে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে থাকে, অথচ তাদের মর্যাদা এমন নয় যার কারণে বলা যেতে পারে যে, তাদের সব স্বপ্নই সত্য বা এর কোন অর্থও আছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আজ আমাদের ঘরে এক মহিলা এসেছেন যিনি কাদিয়ানের এক প্রবীন মহিলা। তার মাথায়

কিছু সমস্যা আছে। সেই মহিলা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন আর তিনি বলেন যে, যদি তুমি ছয় মাস অনবরত রোযা রাখ তাহলে খলীফাতুল মসীহ্ সুস্থ্য হয়ে উঠবেন। এটি প্রথম দিকের কথা যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অসুস্থ্য ছিলেন। সেই মহিলা বলেন আমি যে আলেমকেই জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এটিই উত্তর দিয়েছেন যে, ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখা অবৈধ কাজ। এরপর তিনি বলেন, মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেব বলেছেন যে, তুমি বৃহস্পতিবার এবং সোমবারে রোযা রেখ। তিনি বলেন, কিন্তু এরপর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন এবং আমাকে বলেন যে, আমি তো তোমাকে ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখার কথা বলেছিলাম, তুমি কেন লাগাতার রোযা রাখছ না? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন তাকে বললাম যে, তোমার স্বপ্ন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও নিজের ইলহাম সম্পর্কে বলেছেন যে, যদি আমার কোন ইলহাম কুরআন ও সুন্নত পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে আমি তা কফ বা শ্লেষ্মার মত গলা থেকে বের করে ফেলে দেব। অতএব যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে নিজের ওহীকে কুরআন এবং সুন্নতের অনুগত করেন সেখানে আমাদেরও নিজেদের স্বপ্নকে তাঁর আদেশ নিষেধের অধীনস্ত করতে হবে। যেখানে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি উম্মতকে লাগাতার এমন দীর্ঘকাল রোযা রাখতে বারণ করেছেন, তাই এই নির্দেশের পরিপন্থী কোন স্বপ্ন তুমি যদি দেখে থাক তাহলে সেটি শয়তানী স্বপ্ন গন্য হবে। তুমি হয়তো বলবে যে, স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি বলেছেন কিন্তু এটিকে ঐশী স্বপ্ন গন্য করা হবে না, যদি ঐশী স্বপ্ন হতো তাহলে তা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের প্রত্যাখ্যান নয় বরং সত্যায়ন করতো। সুতরাং যে স্বপ্ন কুরআন বা মহানবী (সা.)-এর ফতোয়া ও রীতি পরিপন্থী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য গণ্য হবে, কেননা কোন স্বপ্ন কুরআনের বিরুদ্ধে গিয়ে সত্য হতে পারে না, এবং সুন্নতের পরিপন্থী স্বপ্নও সত্য হতে পারে না আর কোন সত্য স্বপ্ন সঠিক হাদীসেরও বিরোধী হতে পারে না। অতএব স্বপ্নকে কোন বিষয়ের ভিত্তি মনে করা, তা যত পুণ্যই হোক না কেন, আর নিজেকে এমন কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া যা সহ্য করা মানুষের জন্য সাধ্যাতিত এটি ভ্রান্ত রীতি, আর শুধু ভ্রান্তই নয় বরং অযথা কাজ, এমনকি অনেক সময় এটি পাপে পর্যবসিত হয়। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে দাঁড় করাতে চান তাদের সাথে খোদার ব্যবহার ভিন্ন হয়ে থাকে। তারা সমাজের সাধারণ মানুষ হন না। কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের কোন তুলনা হয় না। এই ঘটনার ফলে কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো ছয় মাস রোযা রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবুওয়তের আসনে আসীন করার ছিল, আর দ্বিতীয়ত স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে কি বলেছেন এবং কি নসীহত করেছেন তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, একবার দৈবক্রমে পবিত্র চেহারার অধিকারী পুণ্যবান বয়স্ক একজন ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি। ঐশী জ্যোতি নাযেল হওয়ার পূর্বে কিছু রোযা রাখা নবী কুলের রীতি এবং সুন্নত, এ কথা বলে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, আমি যেন রসূলদের আহলে বায়ত-এর এই রীতি অনুসরণ করি। তাই আমি কিছুদিন রোযা রাখা আবশ্যক মনে করি। এ ধরণের রোযার বিশেষ করে এর ফলাফলের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা হলো, সেই সূক্ষ্ম দিব্য দর্শন যা সেই যুগে আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা দিব্য দর্শন এবং ইলহামের এক ধারা সূচিত করেন। তখন কি কি হয়েছে তিনি এরপর এর বিষদ বিবরণ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, বস্তুত এত দিন রোযা রাখার ফলে আমার সামনে বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রকাশ পেয়েছে, আর তা হলো বিভিন্ন ধরণের দিব্য দর্শন, (এটি স্মরণ রাখার মত কথা) তিনি বলেন, আমি সবাইকে এমনটি করার পরামর্শ দেব না আর আমি নিজের ইচ্ছায় এমনটি করিনি। স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি স্পষ্ট দিব্য দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে আট বা নয় মাস পর্যন্ত দৈহিক ক্লেষের একটি অংশ বরণ করেছি, আর ক্ষুধা এবং পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছি, এরপর অনবরত এই রীতি পালন করা বর্জন করেছি। অতএব তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি মর্যাদা দেওয়ার ছিল তাই তিনি এই অনুমতি পেয়েছেন কিন্তু এরপর তিনি এটি করা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি

বলেন, এরপর আমি কখনও কখনও রোযা রাখি। আর একই সাথে অন্যদের এবং নিজের মান্যকারীদের তিনি এমনটি করতে বারণ করেছেন। এরপর আরেকটি অপবাদ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয় তা হলো, তিনি এসে একটি জামাত গঠন করে এক নৈরাজ্যের সূচনা করেছেন আর তাদের কথা অনুসারে তিনি মুসলমানদের ৭৩ তম দল গঠন করেছেন। প্রয়োজন ছিল বিভেদ কমনোর কিন্তু তিনি এক অতিরিক্ত দল গঠন করে দলাদলি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, নবীদের আগমনের সময় এমন কথা বলা হয়েই থাকে। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে এ ধরণের অপবাদই আরোপ করা হতো যে, তিনি ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। আমাদের বহুধা বিভক্ত করেছেন, শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাদের মাঝে নৈরাজ্য পূর্বেই বিরাজমান ছিল। আজকের মুসলমানদেরও একই অবস্থা, পূর্বেও তাদের এমন অবস্থা ছিল আর আজও রয়েছে। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিই তাদের মাঝে বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লা নবী প্রেরণ করেন নৈরাজ্যের অবসানের জন্য আর এক হাতে সমবেত হয়ে এরা যেন এক এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। যারা ঈমান আনে তারা নিরাপদ এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং নৈরাজ্য থেকে দূরে সরে যায় আর অন্যরা বা বিরোধীরা নৈরজ্যে লিপ্ত থাকে। আমাদের বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে যতই আমাদের বিরোধিতা করুক না কেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের মাঝে তারা বহুধা বিভক্ত, তাদের হৃদয় বহুধা বিখন্ডিত, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের নিজেদের মাঝে শত্রুতা এবং বিতন্ডা লেগেই আছে, আর যতক্ষণ এরা যুগ ইমামকে না মানবে এমনটি হতেই থাকবে। এরা আমাদেরকে মুসলমান বলুক বা অমুসলিম বলুক আর যে নামই রাখুক না কেন, আমরা খোদা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক প্রকৃত মুসলমান, আর মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া থেকে কেউ আমাদের বিরত রাখতে পারবে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এইসব নৈরাজ্যের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন যে, এক বন্ধু শুনিয়েছেন, একবার এক আহলে হাদীস হানাফীদের মসজিদে তাদের সাথে জামাতে নামায পড়ছিল, আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় সে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠায় আর আঙ্গুল উঠাতেই অন্য সব নামাযীরা নামায ছেড়ে দিয়ে তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে হারামী হারামী হিসেবে সম্বোধন করে। হানাফীদের বিশ্বাস হলো, তাশাহ্হুদ-এর সময় আঙ্গুল উঠানো যাবে না বা তারা আঙ্গুল উঠায় না। তারা এটি দেখেনি যে, ইনি নামায পড়ছেন বা নামায ছেড়ে দেয়া কত বড় অন্যায়, এটি নিয়ে তারা চিন্তা করেনি। নামায ছেড়ে দিয়ে তারা তার আঙ্গুলি দেখছিল। তারা নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে গালি দেয়া আরম্ভ করে এবং দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এসব নৈরাজ্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পূর্বেই বিরাজমান ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে তো শুধু সংশোধন করেছেন। যে আঘাত করে সে ফাসাদী বা নৈরাজ্যবাদী হয়ে থাকে, যে মারে সে ফাসাদী বা নৈরাজ্যবাদী হয়ে থাকে। এখন তিনি প্রশ্ন করছেন যে, আঘাতকারী ফাসাদী হয়ে থাকে নাকি সেই ডাক্তার যে অস্ত্র নিয়ে চিকিৎসা করতে উদ্যত হয়। দু'ধরণের মানুষ হয়ে থাকে যারা যখম দেয় বা আহত করে থাকে। প্রথম হলো সে যে কাউকে মেরে বা আঘাত করে আহত করে আর দ্বিতীয় হলো সেই ডাক্তার যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যখমী বা আহত করে থাকে। এক ব্যক্তির জ্বর হলে তাকে ডাক্তার যদি কুইনিন দেয় তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে, এই যালেম বা অত্যাচারী মুখ তিতা করে দিয়েছে। যদি শ্লেষ্মা বা কফ বের না করা হত তাহলে শরীরের রোগ বা ব্যাধি বেড়ে যেত, তাই শ্লেষ্মা বা কফ বের করলে আপত্তি কিভাবে করা যেতে পারে। যদি অস্ত্রপচার করে এই ক্ষত পরিষ্কার না করা হয়, তাতে যদি জ্বালা পোড়া করে এমন ঔষধ না দেওয়া হয় তাহলে রোগীর অবস্থা কিভাবে ভালো হতে পারে, এতে তো তার প্রাণও হুমকি গ্রস্ত হয়ে যেত। এমন পরিস্থিতিতে কেউ ডাক্তারকে কিভাবে অভিযুক্ত করতে পারে। সুতরাং ডাক্তার যদি কোন রোগীকে কষ্ট দেয় তাহলে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এই অনৈক্য ও ভেদাভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, আপনি এসে অনৈক্য বৃদ্ধি করেছেন, পূর্বেই নৈরাজ্যের কোন শেষ নেই। তিনি বলেন, আমাকে একটু বলো যে, ভালো দুধ সংরক্ষণের জন্য দইয়ের সাথে রাখা হয় নাকি পৃথকভাবে রাখা হয়। দুধ যদি সংরক্ষিত রাখতে হয় তাহলে দই থেকে পৃথক

রাখতে হয়, দইয়ের ফোটা যেন তাতে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। দইয়ের সাথে ভালো দুধ এক মিনিটও ভালো থাকতে পারে না। সুতরাং মনোনীত জামাতের রুগ্ন জামাত থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যক ছিল। তিনি বলেন, এই যে জামাত বানিয়েছেন বা পৃথক দল গঠন করেছেন এটি মনোনীত বা প্রেরীত ব্যক্তির জামাত এবং এটিকে সেই জামাত এবং সেই লোকদের চেয়ে পৃথক করা আবশ্যকীয় ছিল যারা পথহারা। যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি এড়িয়ে চলা না হয় তাহলে সুস্থ্য ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে অনুরূপভাবে খোদা তা'লার রীতি হলো আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাছ থেকে মনোনীত জামাতকে পৃথক রাখা। এ কারণেই খোদার নির্দেশ হলো জানাযা, বিয়ে, নামায ইত্যাদি যেন পৃথক হয়। মহিলাদের নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অধিকাংশ মহিলা মতভেদ রাখে তাই মহিলাদেরকে নসীহত করছি, যেভাবে রোগাক্রান্ত মানুষের মাঝে সুস্থ মানুষের জীবনও হুমকি কবলিত হয়, জেনে রাখ গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে। অধিকাংশ মহিলারা বলেন যে, ভাই বা বোনের বিয়ে হয়েছে, তাদেরকে কিভাবে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি সত্য করে বলছি, ভূমিকম্প আসলে বা আগুন লাগলে এক বোন ভাইয়ের ভ্রুক্ষেপ না করে বরং তাকে পেছনে ঠেলে ফেলে স্বয়ং সেই পতনোন্মুখ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাই ধর্মের বিষয়ে কেন এমনটি মনে করা হয়। সত্যিকার অর্থে এটি আরামপ্রিয়তারই একটি বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, যদি এটিকে সমস্যা মনে করা হয়, বিপদ মনে করা হয় তাহলে কেন পৃথক করা হলো, কেন আমরা ভিন্ন এমন প্রশ্ন মাথায় উদয় হতো না। তিনি বলেন, সমস্যার সময় এটি হয় না, তোমরা যেহেতু এখনও বোঝ না, এখনও যেহেতু তোমাদের ধর্মীয় বুৎপত্তি অর্জন হয়নি তাই এমন আরামপ্রিয়তার মন মানসিকতা বিরাজ করছে। যদি সমস্যা কবলিত হতে তাহলে এমন কথা বলতে না। যদি খোদা তা'লা রাতে তোমাদের কারও কাছে মৃত্যুর ফিরিশতা বা আযরাঈলকে প্রেরণ করেন আর সে যদি বলে যে, আমি তোমার ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের প্রাণ কবচ করার জন্য এসেছি কিন্তু তাদের বিনিময়ে তোমার প্রাণ কবচ করছি তাহলে এমন ক্ষেত্রে কেউ বা কোন মহিলা এটি গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا " (সূরা আত্-তাহরীম: ৭) অর্থাৎ অগ্নি থেকে নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা কর। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী বা অনুসারীনির যদি এক অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হয় তাহলে স্বামীর কারণে সে আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে পড়বে বা তিলে তিলে মৃত্যু কবলিত হবে। আহমদীয়াত থেকে দূরে না গেলেও যা হয় তা হলো, কারও ঘরে যাওয়ার পর সে কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তাকে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। এমনটি আজও হয়ে থাকে। তো এটি এক প্রকার অগ্নি। প্রশ্ন হলো নিজের হাতে কোন মহিলা নিজের কন্যাকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে এক গুরুত্বহীন সম্পর্কের জন্য তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তাই এটিকে এড়িয়ে চলা উচিত।

আমাদের ওপর আরও অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আহমদীরা অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে করে না বা বিয়ে দেয় না। এটি অনৈক্য নয় বরং আত্মরক্ষারই একটি চেষ্টা মাত্র। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ধারণা তার মাথায়ই জাগ্রত হতে পারে যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রাণ বা স্পিরিটকে বোঝে না, ছেলেরাও এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সেই সকল আহমদী ছেলে যারা আহমদী মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করে অ-আহমদী মেয়েদের বিয়ে করে। তাই ছেলেদের বুঝতে হবে যে, তারা যদি আহমদী আখ্যায়িত হয়ে থাকে আর সত্যিকার অর্থে আহমদী নিজেদের মনে করে তাহলে শুধু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। বিয়ের সময় তাদের আহমদীদের বিয়ে করা উচিত। জাগতিক চাওয়া পাওয়ার ওপর নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ধর্মকে তাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত নতুবা শুধু মেয়েদের অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হলেই প্রজন্ম ধ্বংস হয় না বরং ছেলেদেরও অ-আহমদী বিয়ে করলে প্রজন্ম ধ্বংস হতে পারে। সকল আহমদীর বোঝা উচিত যে, কেবল সামাজিক চাপ বা আত্মীয়তার চাপে যেন কেউ আহমদী না হয় বরং ধর্মকে বুঝে আহমদী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

যদি আহমদী ছেলেরা বাইরে বিয়ে করতে থাকে তাহলে আহমদী মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে। তাই ছেলেদেরকেও ভাবতে হবে। যদি এই বিষয়ে এখনই সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়, এই প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখনই যদি সাবধানতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ কারও ওপর যদি খোদার কৃপা হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিয়ে শাদী সম্পর্কে আহমদী ছেলে এবং মেয়েদের নাম একটি রেজিস্টারে লেখার প্রস্তাব করেন। কোন ব্যক্তির প্রেরণায় তিনি এক রেজিস্টার খুলিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি বলেছিল যে, হুযূর! বিয়ে শাদীর বিষয়ে আমাদের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আপনি বলেন যে, গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রেখো না আর আমাদের জামাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এখন আমরা কি করব। তাই এমন একটি রেজিস্টার থাকা চাই যাতে সব বিবাহযোগ্য ছেলে এবং মেয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে যেন বিয়ে শাদীর বিষয়টি সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যে ব্যক্তি বলেছিল যে, রেজিস্টার থাকা উচিত, তার এক কন্যা ছিল। বিয়ের প্রস্তাব যখন আসে মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ঘরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক অজুহাত দেখিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর অন্য স্থানে অ-আহমদীদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়। এটি অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আজ থেকে বিয়ে শাদীর বিষয়ে আমি আর নাক গলাব না, আর এভাবে একটি প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তখন যদি এই কাজ বা এই বিষয়টি সফল হতো তাহলে আজকে আহমদীদের বিয়ে শাদীর বিষয়ে যে কষ্ট হচ্ছে সেই কষ্ট আর হতো না। অনেক সময় নবীর সামনে একটি বিষয়ে 'না' বলা জামাতের জন্য স্থায়ী পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়। এমন মানুষ যদি আজো থেকে থাকে যারা মসীহ্ মওউদের কথা মানতে অস্বীকার করেছে তাহলে আমার কথা অমান্য করা তো তত বড় বিষয় নয় কিন্তু এমন লোকদের পরিনামও বড় ভয়াবহ হয়ে থাকে। তাই আহমদী ছেলে এবং মেয়ে যদি বিয়ে করতে চায় তাদের পিতামাতাকে অনর্থক হটকারিতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বংশ পরিচয় বা আমিত্বের স্বীকার হওয়া উচিত নয়। বিয়ে শাদীর প্রেক্ষাপটে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বিশেষ করে মেয়েদের সামনে, যদিও মেয়ের পছন্দ অপছন্দও দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। কিন্তু একই সাথে ইসলাম এই কথা মেনে চলা আবশ্যক আখ্যা দেয় যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। সেই সব ব্যতিক্রম ছাড়া যা শরীয়ত উল্লেখ করেছে কোন বিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। শুধু মেয়ের সম্মতি দেখে ওলীর মতামতকে অবজ্ঞা করে বিয়ে করা শরীয়ত পরিপন্থি । যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে যে, পিতামাতাকেও এতটা বিনাকারণে কঠোর হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ মিথ্যা আত্মভিমানের নামে কোন বৈধ কারণ ছাড়া বিয়ে দেবে না আর হত্যার মত পাষবিক কর্মকাণ্ড করে বসবে। আর মেয়েকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে আদালতে গিয়ে বা মৌলভীর কাছে গিয়ে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। বাধ্যবাধকতার যদি পরিস্থিতি থেকে থাকে তাহলে মেয়েরাও খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখতে পারে। পরিস্থিতি অনুসারে খলীফায়ে ওয়াক্ত মারুফ সিদ্ধান্ত যাই হয় তাই করবেন। তাই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি যদি সামনে রাখে মেয়ে এবং ছেলেরা তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ করবেন। এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এ বিষয়টা বর্ণনা করছিলেন যে, যিকরে এলাহীর জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল ঐশী গুনাবলী সামনে রেখে চিন্তা এবং প্রণিধান করা আর সেই সকল গুনাবলীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দৃঢ় করা খোদা প্রেমের সঠিক ব্যুৎপত্তি তবেই অর্জন হয়। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো জাগতিক বাহ্যিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক হলো যাকে ভালোবাসা হয় তার নৈকট্য পাওয়া বা অন্তত পক্ষে তার কোন চিত্র বা তার কোন ছবি সামনে থাকা যেন সম্পর্ক এবং ভালোবাসার প্রকাশ পায়। এই কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বা এই কথা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল হয়তো কারো সত্ত্বা সামনে থাকা বা তার ছবি সামনে

থাকা। যেমন ইসলাম বলে যে, যাদের সাথে সম্পর্ক করতে হয় তাদের ছবি পাঠায়, এটি নতুন কোন বিষয় নয়। তিনি বলেন ইসলাম বলে যে, যখন বিয়ে কর চেহারা দেখ, ছবি দেখ, যেখানে চেহারা দেখা কঠিন আজকের যুগে সে যুগেও ছবি দেখা সম্ভব ছিল আজো ছবি দেখা সম্ভব।

অ-আহমদী মৌলভীরা কিভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সঞ্চার করত, তাদেরকে প্ররোচিত করত কিভাবে মিথ্যা বলত এখনও বলে আর কেমন অপবাদ তার ওপর আরোপ করা হয় সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে সাহের বা যাদুকর বলত, আমার মনে আছে, এক বন্ধু শুনিয়েছেন, ফিরোজপুর অঞ্চলে এক মৌলভী বক্তৃতা করছিল যে, আহমদীদের বই-পুস্তক আদৌ পড়া উচিত নয়। অ-আহমদী মৌলভী মানুষকে বলছে যে, আহমদীদের বই-পুস্তক মোটেও পড়া উচিত নয় আর কাদিয়ানে কোন ভাবে যাওয়া উচিত নয় আর এই মিথ্যাবাদী একটি বানানো কথা নিজের কথার সমর্থনে সবাইকে শোনায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও অনেক সময় অকোস্থলেই এদের মিথ্যা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন এখানেও তাই ঘটে। সেই বৈঠকে মৌলভী সাহেবের এক অ-আহমদী আইনজীবী উকিলও বসে ছিল কিন্তু ভদ্র অ-আহমদী ছিলেন তিনি কোন যুগে এখানে খলীফা আউয়ালের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। উকিল সাহেব মানুষকে বলেন, আপনারা জানেন আমি আহমদী নই, কিন্তু আমি চিকিৎসার জন্য স্বয়ং সেখানে গিয়েছি এবং অবস্থান করেছি, মৌলভী যত কথা বলেছে সবই মিথ্যা। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলছেন যে, এখনো এমন মানুষ আছে যারা মনে করে যে এখানে যাদু করা হয় এর কারণ হলো তারা দেখে যে যারাই জামাতভুক্ত হয় তারা মার খায়, তাদেরকে গালি দেওয়া হয়, অসম্মান করা হয়, তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি করা হয়। তারপরও এরা নিবেদিত প্রাণ হয়ে থাকে, আহমদীয়াতকে পরিত্যাগ করে না, তারা মনে করে যে, দৈহিক নির্যাতন এবং ক্ষয়ক্ষতির মুখে এদের ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু তাদের কথার ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না নিশ্চয়ই কোন যাদু করা হয় এ কারণেই এভাবে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এইসব মিথ্যাবাদীর হাত থেকে উম্মতকে রক্ষা করুন আর মানুষকে সত্য চিনার তৌফিক দিন আর আমাদেরকেও স্ব স্ব দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দান করুন। নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াবো একটি হলো জানাযা হাজের সাকিরা নাহিদ সাহেবার জানাযা পিতার নাম হল মোহাম্মদ দ্বীন মরহুম জম্মু কাশ্মীরের অধিবাসী তিনি। তার স্বামীর নাম হল শেখ মোহাম্মদ রশিদ মর্যাদা উন্নীত করুন।

খোৎবা জুমুআর শেষে হুজুর অনোয়ার (আইঃ) মরহুম মহম্মদ দ্বীন সাহেবের কন্যা মোকাররমা সাকিনা নাহিদ সাহেবা এবং মোকাররম কাজী আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র শওকত গনী সাহেব শহীদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা করে গায়েবী জানাযার ঘোষণা করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 8th April, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B